125811 - কসম এর কাফ্ফারার রোযা শাওয়াল মাসরে ছয় রোযা হসিবে গণ্য হবে কী?

প্রশ্ন

আল্লাহ্র নামে কসম (শপথ) সংক্রান্ত আমার একটি প্রশ্ন আছে। সটো হচ্ছে, আমি আল্লাহ্র নামে শপথ করছেি যে, আমি অমুক স্থানে যাব না। কন্তিু, কসম করার এক সপ্তাহ পরে আমি সে স্থানে গয়িছেি। তাই আমি সদ্ধিান্ত নয়িছেি যে, শাওয়ালরে ছয় রোযার মধ্যে আমি তনিটি রোযা রাখব। এ তনিটি রোযা কি কসমরে কাফ্ফারা হসিবে গণ্য হবে? কংিবা কি? আল্লাহ্ আপনাদরেকে উত্তম প্রতদিান দনি।

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লল্লিাহ।.

এক:

আমরা প্রশ্নকারী ভাই এর প্রশ্নরে জবাব দয়োর আগে কয়কেটি গুরুত্বপূর্ণ বষিয়ে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করব:

১। প্রত্যকে মুসলমিরে মৌলকি দায়ত্বি হচ্ছে, যখন তখন ঐ সব বষিয়ে কসম করা থকেে নজিকেে হফোযত করা যসেব বষিয় আল্লাহ্র নামে কসম করার উপযুক্ত নয়। যহেতেু আল্লাহ্ তাআলা বলনে, "তোমেরা তোমোদরে শপথগুলোকে হফোযত কর।"[সূরা মায়দো, আয়াত: ৮৯]

শাইখ মুহাম্মদ বনি উছাইমীন (রহঃ) বলনে:

মৌলকি বধিান হচ্ছে- বশেি বশেি শপথ না করা। যহেতেু আল্লাহ্ তাআলা বলনে: "তোমেরা তোমোদরে শপথগুলোকে হফোযত কর।"[সূরা মায়দো, আয়াত: ৮৯] এ আয়াতরে ব্যাখ্যায় কোন কোন আলমে বলনে: তোমেরা বশেি বশেি শপথ করো না। নঃিসন্দহেে এটি উত্তম, নরিাপদ ও দায় মুক্ত থাকার জন্য শ্রয়ে।[আল-শারহুল মুমতি (১৫/১১৭)]

২। যে স্থানে না-যাওয়ার জন্য আপনি শপথ করছেনে সটেি যদি আল্লাহ্র বধিান অনুযায়ী নষিদ্ধি স্থান হয়; যখোনে যাওয়া আপনার জন্য বধৈ নয়; তাহলে সে শপথ পূরণ করা এবং সখোনে না-যাওয়া আপনার উপর ফরয। আর যদি সে স্থানে যাওয়া আপনার উপর ফরয হয়ে থাকে (যমেন, আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করা, কোন আত্মীয়কে দখেতে যাওয়া) তাহলে এ শপথ ভঙ্গ করা আপনার উপর ফরয; যদি যাওয়াটা আপনার উপর ফরয হয়ে থাকে। আর যদি সখোনে যাওয়াটা মুস্তাহাব হয়ে থাকে, তাহলে শপথ ভঙ্গ করাও মুস্তাহাব। আর যদি সে স্থানে যাওয়াটা মুবাহ (বধৈ) হয়ে থাকে তাহলে আপনি দখেুন আপনার

দ্বীনদারি ও দুনিয়াদাররি জন্য কোনটা উত্তম, এবং আপনার রবরে ভীতি তরৈীতে কোনটা উপযোগী সটো করুন। যদি আপনার সে স্থানে যাওয়াটা উত্তম ও তাকওয়া পয়দাকারী হয় তাহলে আপনি সে স্থানে যান এবং আপনার শপথরে কাফফারা দয়িে দনি। আর সে রকম না হলে আপনি সে স্থানে যাওয়া থকেে নজিকেে বরিত রাখুন।

আব্দুর রহমান বনি সামুরা থকেে বর্ণতি তনিি বলনে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেনে, "যদি আপনি কোন একটি বষিয়ে শপথ করনে, এরপর দখেতে পান য,ে অন্য বষিয়টি শপথকৃত বষিয়রে চয়েে উত্তম তাহলে আপনি উত্তমটি পালন করুন এবং আপনার শপথ ভঙ্গরে কাফফারা পরশিোধ করে দনি।"[সহহি বুখারী (৬৩৪৩) ও সহহি মুসলমি (১৬৫২)]

আবু হুরায়রা (রাঃ) থকেে বর্ণতি তনিি বলনে য,ে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেনে: "যে ব্যক্তি কোন এক বষিয়ে শপথ করে ফলোর পর অন্য বষিয়টকিে উত্তম দখেতে পায় তাহলে সে যনে তার শপথরে কাফফারা আদায় করে দয়ে এবং যটো উত্তম সটোই কর।ে"[সহহি মুসলমি (১৬৫০)]

আল-মাওসুআ' আল-ফকিহয়িযা গ্রন্থ(৮/৬৩) এসছে-

বর্রিুল ইয়ামনি (শপথ) এর মানে হচ্ছ-ে শপথরে ক্ষত্রেে বশি্বস্ত হওয়া এবং যা শপথ করা হয়ছেে সটো বাস্তবায়ন করা। আল্লাহ্ তাআলা বলনে: "তোমেরা আল্লাহ্কে তোমোদরে জামনিদার করে শপথ দৃঢ় করার পর তা ভঙ্গ করো না। তোমেরা যা কর নশি্চয় আল্লাহ্ তা জাননে।"[সূরা নাহল, আয়াত: ৯১]

কোন ফরয আমল করা কংিবা হারাম কাজ পরহিার করার ক্ষত্রেে শপথ করা হলে তখন শপথ বাস্তবায়ন করা ফরয। তাই কোন নকেকাজ করার শপথ করা হলে সে নকে কাজটি পালন করা হচ্ছে শপথ পূরণ করা। এক্ষত্রেে শপথ ভঙ্গ করা হারাম। আর কোন ফরয আমল পরত্যিাগ করা কংিবা কোন গুনাহর কাজ করার শপথ করা হলে এটি বদ শপথ; এ ধরণরে শপথ ভঙ্গ করা ফরয। আর যদি কোন নফল আমল করার শপথ করে যমেন নফল নামায পড়া কংিবা নফল সদকা করা; সক্ষেত্রেে শপথ পূরণ করা মুস্তাহাব এবং শপথ ভঙ্গ করা মাকরুহ।

আর যদি কোন নফল আমল পরত্যিাগ করার শপথ করে তাহলে এটি মাকরুহ শপথ এবং এ শপথ পূরণ করাও মাকরুহ। বরং এ ক্ষত্রেে সুন্নত হচ্ছ-ে শপথ ভঙ্গ করা। আর যদি কোন মুবাহ কাজরে ক্ষত্রেে শপথ হয় তাহলে সে শপথ ভঙ্গ করাও মুবাহ। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেনে, "যদি আপনি কোন একটি বষিয়ে শপথ করনে, এরপর দখেতে পান য,ে অন্য বষিয়টি শপথকৃত বষিয়রে চয়েে উত্তম তাহলে আপনি উত্তমটি পালন করুন এবং আপনার শপথ ভঙ্গরে কাফফারা পরশিোধ করে দনি।"[সমাপ্ত]

৩. আপনি শপথ ভঙ্গ করার বদলে তনিটি রোযা রাখার যে সদ্ধিান্ত নয়িছেনে এটি নাজায়যে। তবে আপনি যদি দশজন

মসিকীনকে খাবার দতিে কংিবা পোশাক দতিে অক্ষম হন তাহলে সটো করতে পারনে। কারণ শপথ ভঙ্গরে কাফ্ফারা হচ্ছ-ে দশজন মসিকীনকে খাদ্য দয়ো কংিবা পোশাক দয়ো কংিবা একজন ক্রীতদাস মুক্ত করা। যে ব্যক্তরি এগুলো কোনটি করার সামর্থ্য নইে সে তনিদনি রোযা রাখব।ে আল্লাহ্ তাআলা বলনে: "তোমাদরে ইয়ামীনে লাগু (বৃথা শপথ) এর জন্য আল্লাহ্ তোমাদরেকে পাকড়াও করবনে না, কন্িতু যসেব শপথ তোমরা ইচ্ছে করে কর সগেুলোর জন্য তনিি তোমাদরেকে পাকড়াও করবনে। এর কাফ্ফারা হচ্ছ- দশজন মসিকীনকে মধ্যম ধরণরে খাদ্য দান, যা তোমরা তোমাদরে পরজিনদরেকে খতেে দাও, বা তাদরেকে বস্ত্রদান, কংিবা একজন দাসমুক্তি। অতঃপর যার সামর্থ্য নইে তার জন্য তনি দনি সয়িাম পালন। তোমরা শপথ করলে এটাই তোমাদরে শপথরে কাফ্ফারা। আর তোমরা তোমাদরে শপথ রক্ষা করো। এভাবে আল্লাহ্ তোমাদরে জন্য তাঁর আয়াতসমূহ বর্ণনা করনে, যাতে তোমরা শোকর আদায় কর।"[সূরা মায়দিা, আয়াত: ৮৯]

দখেুন: 45676 নং প্রশ্নোত্তর।

দুই:

আপনার প্রশ্নরে আরকেটি অংশ হচ্ছ,ে আপনি শপথরে কাফ্ফারার রোযা শাওয়াল মাসে রাখতে চাচ্ছনে এবং এ রোযাগুলোকে ছয় রোযার মধ্যে গুণতে চাচ্ছনে। বর্ণতি আছে য,ে শাওয়ালরে রোযার ফযলিত গোটা বছর ফরয রোযা রাখার সমান। তাই আমরা বলব: যদি আপনি মসিকীনকে খাদ্য দতিে ও পোশাক দতিে অক্ষম হওয়ায় আপনার দায়ত্বিে রোযা রাখাই অবধারতি হয়ে যায় সক্ষেত্রেে আপনি কাফ্ফারার রোযাগুলোকে শাওয়ালরে ছয় রোযার মধ্যে হসিাব করতে পারবনে না। কনেনা, নফল রোযার নয়িত ও ফরয রোযার নয়িত একত্রে করা জায়যে নইে। কাফ্ফারার রোযার জন্য স্বতন্ত্র বশিষে নয়িতরে প্রয়োজন রয়ছে;ে যমেনভিাবে শাওয়ালরে ছয় রোযার জন্যওে নয়িতরে প্রয়োজন। অতএব, কাফ্ফারার জন্য আপনি যে তনিটি রোযা রাখবনে সে রোযাগুলোকে শাওয়ালরে ছয় রোযার মধ্যে হসিাব করা যাবে না।

স্থায়ী কমটিকিে জজ্িঞাসা করা হয়ছেলি:

শাওয়ালরে ছয় রোযা, আশুরার রোযা ও আরাফার দনিরে রোযা কি শপথ ভঙ্গরে রোযা হসিবেে আদায় হব?ে যদি ব্যক্তি শপথরে সংখ্যা নর্িধারণ করতে অক্ষম হয়?

উত্তরে তারা বলনে: শপথরে কাফ্ফারা হচ্ছ,ে একজন মুমনি দাসকে মুক্ত করা কংিবা দশজন মসিকীনকে খাদ্য খাওয়ানো কংিবা তাদরেকে পোশাক দয়ো। যদি এগুলোর কোনটি কিউে করতে না পারে তাহলে সে প্রতটিি শপথ ভঙ্গরে বদলে তনিদনি রোযা রাখব।ে

আপনি বলছেনে য,ে আপনি শপথরে সংখ্যা হসিাব করতে অক্ষম: আপনার কর্তব্য হচ্ছ,ে কাছাকাছি সংখ্যা হসিাব করার চষ্টো করা। এরপর এ শপথগুলোর মধ্যে যগেুলো আপনি ভঙ্গ করছেনে সগেুলোর কাফ্ফারা আদায় করা। এভাবে করা

আপনার জন্য যথষ্টে হবে, ইনশাআল্লাহ্।

আশুরার রোযা, আরাফার রোযা ও শাওয়ালের ছয় রোযা শপথ ভঙ্গের কাফ্ফারার রোযা হিসেবে আদায় হবে না; তবে ব্যক্তি যদি নিয়ত করে যে, এটা কাফ্ফারার রোযা; নফল রোযা নয় তাহলে আদায় হবে।

শাইখ আব্দুল আযিয বিন বায, শাইখ আব্দুর রাজ্জাক আফিফি, শাইখ আব্দুল্লাহ্ বিন গাদইয়ান।[ফাতাওয়াল লাজনাহ্ দায়মিাহ্ (২৩/৩৭,৩৮)]

শাইখ মুহাম্মদ বিন সালেহ আল-উছাইমীন (রহঃ) কে জিজ্ঞেসে করা হয়েছিল:

প্রশ্নকারী বোন উল্লেখ করেছেন যে, তিনি শপথ করেছেন; এখন তিনি তিনদিন রোযা রেখে এ শপথের কাফ্ফারা আদায় করতে চাচ্ছেন। আমার জন্যে কি এ রোযাগুলো শাওয়ালের ছয় রোযার সাথে রাখা জায়েয হবে? অর্থাৎ আমি ছয়দিন রোযা রাখব?

উত্তরে তিনি বলেন:

শপথকারী শপথ ভঙ্গ করলে তার জন্য রোযা দিয়ে কাফ্ফারা আদায় করা জায়েয হবে না; যদি না তিনি দশজন মিসকীনকে খাদ্য খাওয়ানো কিংবা তাদেরকে পোশাক দেয়া কিংবা একজন কৃতদাস মুক্ত করার সামর্থ্য না রাখেন। কেননা আল্লাহ্ তাআলা বলেন, “এর কাফ্ফারা হচ্ছে- দশজন মিসকীনকে মধ্যম ধরণের খাদ্য দান, যা তোমরা তোমাদের পরিজনদেরকে খেতে দাও, বা তাদেরকে বস্ত্রদান, কিংবা একজন দাসমুক্তি। অতঃপর যার সামর্থ্য নেই তার জন্য তিন দিন সিয়াম পালন। তোমরা শপথ করলে এটাই তোমাদের শপথের কাফ্ফারা।”[সূরা মায়িদা, আয়াত: ৮৯]

সাধারণ মানুষের কাছে একটা বিষয় মশহুর হয়ে গেছে যে, শপথ ভঙ্গ করার কাফ্ফারা তিনদিন রোযা রাখা; চাই সে ব্যক্তি মিসকীনকে খাদ্য দেয়া কিংবা পোশাক দেয়া কিংবা দাস মুক্ত করার সামর্থ্য রাখুক কিংবা না-রাখুক এটি ভুল। বরং যে শপথভঙ্গকারী দশজন মিসকীনকে খাদ্য দেয়ার সামর্থ্য রাখে না, কিংবা সামর্থ্য রাখলেও মিসকীন খুঁজে পায় না; সে ব্যক্তি লাগাতর তিনদিন রোযা রাখবে।

শপথভঙ্গকারী ব্যক্তি যদি তিনদিন রোযা রাখার শ্রেণীভুক্ত হয় সেক্ষেত্রে এ রোযাগুলোর মাধ্যমে শাওয়ালের ছয় রোযার নিয়ত করা জায়েয হবে না। কেননা, এ দুইটি স্বতন্ত্র দুটি ইবাদত। একটি দিয়ে অপরটি আদায় হবে না। বরং সে ব্যক্তি শাওয়ালের ছয় রোযা রাখবে। তারপর ছয়দিনের উপর আর তিনটি রোযা অতিরিক্ত রাখবে।

[ফাতাওয়া নুরুন আলাদ দারব, (/৮৪,৮৫)]

এই তিনদিনের রোযা লাগাতর হওয়া শর্ত নয়। ইতিপূর্বে 12700 নং ফতোয়াতে আমরা সে বিষয়টি ব্যাখ্যা করেছি। সেখানে

দখো যতে পার।

আল্লাহ্ই ভাল জানন।